# তুমি ফিরবে বলে

## ফিমেইল ভার্সন

# তুমি ফিরবে বলে

ফিমেইল ভার্সন

জাকারিয়া মাসুদ

সাবিল
পাবলিকেশন

# তুমি ফিরবে বলে (ফিমেইল ভার্সন)

জাকারিয়া মাসুদ
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা-২০২১

**প্রকাশক**
সাবিল পাবলিকেশন
শিকদার ম্যানশন (ইসলামি টাওয়ার সংলগ্ন)
১২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৮৮৮৭১৭১২৯

**পরিবেশক**
সমকালীন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

**অনলাইন পরিবেশক**
ওয়াফিলাইফ, রকমারি, ইসলামি বই

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩০০৳

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত
দাওয়ার উদ্দেশ্যে রেফারেন্স-বুক হিসেবে বইটির যে-কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে।

**বই :** তুমি ফিরবে বলে

**লেখক :** জাকারিয়া মাসুদ

**শারঈ সম্পাদক :** হাফিজ আল মুনাদী

**প্রচ্ছদ :** আলি আরমান

**প্রচ্ছদ-সহযোগিতা :** জাকারিয়া মাসুদ

**পৃষ্ঠাসজ্জা :** আব্দুল্লাহ, জাকারিয়া মাসুদ

# সূচিপত্র

| | |
|---|---|
| চাঁদের আভা ছড়িয়ে যাবে তোমার হৃদয়গগনে | ১১ |
| ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি | ২৭ |
| এটার নামই জীবন? | ৩৪ |
| খুলো তব হৃদয়নন্দনদ্বার | ৫০ |
| সেই সে বিভাবরী | ৬০ |
| মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ! | ৬৮ |
| কাছে আসার সাহসী গল্প | ৮১ |
| ফারাক সবিস্তর সকল কাজে | ৯০ |
| লজ্জা ঈমানের অঙ্গ | ১০৮ |
| চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে | ১১৯ |
| ঘরনি হও, জান্নাত পাবে | ১৩০ |
| স্বাধীনতার সুখ | ১৪১ |

আসমানি আবরণ ১৫২

তবুও অনেক দেরি হয়ে যাবে ১৬৯

তুমি ফিরবে বলে ১৭৪

# ভূমিকা

বইটির কোনো ভূমিকা নেই। আমি চাচ্ছি না, ভূমিকা পড়ার সময়টুকুও নষ্ট হোক তোমার। এর চেয়ে বরং মূল আলোচনায় চলে যাই আমরা। ঝটপট এক কাপ কফি বানিয়ে ফেলো। দুধ-চিনি একটু বাড়িয়ে দিয়ো। ধোঁয়া ওঠা কফি খেতে খেতে আলোচনা শুনতে খুব একটা খারাপ লাগবে না আশা করি।

# চাঁদের আভা ছড়িয়ে যাবে তোমার হৃদয়গগনে

রাকিব আমার ক্লাসমেট। ক্লাসে সে আর আমি পাশাপাশি বসি। দুজনেই ব্যাকবেঞ্চার। তবে আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। রাকিব ধনী বাবার সন্তান, আর আমি নিতান্তই মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে। কিছুটা ব্যতিক্রমতা থাকে উচ্চবিত্তদের লাইফ স্টাইলে। আড্ডা-ফুর্তি-গান নিয়েই মত্ত থাকে তারা। রাকিবও তেমন। বলে রাখা ভালো, রাকিব ওর ছদ্মনাম। ইচ্ছে থাকলেও আসল নামটা বলতে পারছি না। ও বারণ করেছে।

ভার্সিটিতে লাঞ্চ ব্রেক হয় বেলা একটায়। একটার দিকেই মসজিদে আজান হয়। সোয়া একটায় সালাত। সালাত শেষে দুপুরের খাবার খেতে ক্যান্টিনে গেলাম দুজনে। লাঞ্চ করতে করতে রাকিব জানাল, নিজের জীবন নিয়ে এখন সে অতিষ্ঠ। কেন জানি হতাশার সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে নিয়মিত। কোনো কাজেই ওর মন বসছে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—লাইফস্টাইল চেঞ্জ করবে।

রাকিবের কথা শুনে বেশ খুশি হলাম। মনে হলো, আলো-আঁধারজড়ানো একটা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। কেউ এমন জীবনের দিকে ফিরে আসছে, যেখানে ঘনকালো মেঘের দেখা মিলে না কখনো। নেই পিলে চমকানো বজ্রপাতের আওয়াজ। এখানে কেবল আলো আর আলো।

রাকিব ওর হতাশার কারণগুলো জানাল। ধনী বাবার একমাত্র ছেলে সে। বাবা বড় ব্যবসায়ী। বাবার কাছে আবদার করে কোনো কিছু পায়নি, এমন রেকর্ড

নেই লাইফে। আইফোন থেকে শুরু করে ম্যাকবুক, সবই আছে ওর। কিন্তু এতকিছুর পরেও সে শূন্যতা অনুভব করে। মাঝে মধ্যে চুপিচুপি কাঁদে।

ক্লাস শেষে বাসায় ফিরছিলাম আমি। রাকিব জোর করে ফুচকা চত্বরে নিয়ে গেল। ওখানটায় একটা দীঘি আছে। ছোট ছোট বসার বেঞ্চ বানানো হয়েছে দীঘির পাড়ে। সেখানে বসে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। দুজন একটা বেঞ্চে বসলাম। সামনে দীঘি, আশেপাশে গাছপালা, গাছের ফাঁক-দিয়ে-আসা বিকেলের মিষ্টি রোদ, ঝিরিঝিরি বাতাস—সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আমাকে। গাছগুলোতে বসন্তের হাওয়া লেগেছিল বলেই নতুন পাতা উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল ডালে ডালে। পাখির কিচিরমিচির আওয়াজও ভেসে আসছিল কানে। বেশ সুন্দর লাগছিল পরিবেশটা।

রাকিব জানাল, কদিন ধরে ঘুমোতে পারছে না সে। চোখে ঘুম থাকলেও অন্তর জেগে থাকছে। রাত পেরিয়ে যাচ্ছে বিছানায় গড়াগড়ি করে আর গান শুনে। কাল ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করেছে। তবুও প্রশান্তির ঘুম জুটেনি কপালে। কেন জানি একটা হাহাকার থেকেই যাচ্ছে অন্তরে। কিন্তু সেটা কিসের হাহাকার—তা ধরতে পারছে ঠিকমতন। বুঝে উঠতে পারছে না, কী করবে এখন। কিভাবে এই মনোবেদনার উপশম হবে।

ফুচকা খেতে খেতে আমি ওকে কিছু ঘটনা শুনালাম। ঘটনাগুলো একটু গুছিয়ে লিখেছি এখানে :

**এক.**

মডেল সিনহা রাজ। পুরো নাম মাহাতারা রহমান শৈলী। মা-বাবা'র একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকেই বেশ আদরে-যত্নে মানুষ হয়েছে সে। বাবা-মা'র চোখের মণি ছিল শৈলী। বিয়েও দিয়েছিলেন তাদের পছন্দে। কিন্তু স্বামীকে পছন্দ হয়নি তার। তাই নতুন করে সংসার গড়েছিল অভিজিতের সাথে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করত মিডিয়ায়। অভিজিৎ অভিনয় করত বিভিন্ন নাটকে। পরিচালক হিসেবেও কাজ করত মাঝে মধ্যে। ওই জগতে তার নাম ছিল অভিজিৎ অভি।

মহাখালীর দক্ষিণপাড়া-র ভাড়া বাসায় থাকতেন দুজন। বাইরে বাইরে খুব ভালোই কাটছিল সাংসারিক জীবন। মিডিয়ার দুজনের উপস্থিতি স্বাভাবিকই

ছিল। কিন্তু কোনো এক মধ্যরাতে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় সিনহাকে। অভিজিৎ ও প্রতিবেশীরা তাকে নামিয়ে আনে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় মহাখালী মেট্রোপলিটন হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। তীব্র হতাশা আর বুকচাপা কষ্ট নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় শৈলী।

## দুই.

চেস্টার বেনিংটন। একজন মার্কিন গায়ক। গীতিকার এবং অভিনেতা। বহুল পরিচিত লিংকিন পার্কের ভোকাল। এ ছাড়া দুটো রক ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ ও স্টোন-টেম্পল-পাইলটসের সাথেও জড়িত ছিল সে। চেস্টার পরিচিতি লাভ করে ২০০০ সালে—লিংকিন পার্কের 'হাইব্রিড-থিয়োরি'তে ভোকাল হিসেবে গান গাওয়ার মাধ্যমে। অ্যালবামটি ব্যাপক সফলতা পায়। ওই দশকের সেরা অ্যালবামের তালিকায় স্থান করে নেয় হাইব্রিড-থিয়োরি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি চেস্টারকে।

লিংকিন পার্ক-পরবর্তী ওর স্টুডিয়ো অ্যালবামগুলো হলো—মিটিয়োরা, মিনিটস্-টু-মিডনাইট, এ-থাউজ্যান্ড-সানস্ এবং লিভিং-থিংস্। এগুলো যথাক্রমে ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ এবং ২০১২ সালে প্রকাশ পেয়েছে। বেনিংটন তার নিজের ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ শুরু করে ২০০৫ সালে। ব্যান্ডটির প্রথম অ্যালবাম 'আউট-অব-অ্যাশেজ' প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের অক্টোবরের ১৩ তারিখ। বেনিংটনকে শ্রেষ্ঠ ১০০ হেভি মেটাল ভোকালিস্টদের একজন মনে করা হয়।

গত ২০ জুলাই, ২০১৭-তে ক্যালিফোর্নিয়ার নিজ বাড়িতে তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়। লক্ষ জনতার মনজয়কারী এ গায়ক লস অ্যাঞ্জেলসের 'পালোস ভার্দোস স্টেটে' আত্মহত্যা করে। লাখ লাখ ফ্যান-ফলোয়ারদের কাঁদিয়ে নিজের অতৃপ্ত অশান্ত আত্মার কাছে পরাজিত হয় বেনিংটন। গলায় দড়ি দিয়ে দুর্বিষহ জীবনের সমাধান খুঁজে নেয় ও।

## তিন.

২৪ মে, ২০১৭। মঙ্গলবার। ভোর ৫টা নাগাদ মিরপুরের রূপনগরের সাবলেট বাসা থেকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় একটি লাশ। মডেল

সাবিরা হোসাইনের লাশ। ওই ভাড়া-বাসায় বাসায় একাই থাকত সে।

সাবিরা বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজের মডেল হিসেবে কাজ করত। পাশপাশি মোহনা টেলিভিশন এবং গান বাংলা টেলিভিশনের মার্কেটিং অ্যাক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত ছিল। পারিবারিক ও প্রেমঘটিত কারণে বেশ ক'মাস মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল সাবিরা। ফেসবুকে আত্মহত্যার বিষয়ে ইঙ্গিতও দিচ্ছিল সে। শেষমেশ মানসিক বিপর্যস্ততার হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করে সাবিরা। গলায় ফাঁস লাগিয়ে অনন্ত অসীমের পথে যাত্রা করে।

**চার.**

রক ব্যান্ড অ্যামারসন এবং লেক অ্যান্ড পামারের সহপ্রতিষ্ঠাতা কিথ অ্যামারসন। মারা গেল ৭১ বছর বয়সে। বিখ্যাত এই ব্যান্ডটির সদস্যদের ফেইসবুক পেইজে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ফেইসবুক পেইজে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়—'আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কেইথ অ্যামারসন সান্তা মনিকা, লস অ্যাঞ্জেলসে তার নিজের বাড়িতে মারা গেছেন।'

অ্যামারসনের গার্লফ্রেন্ড মারি কাওয়াগুচি শুক্রবার সকালে ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে সে।

ওদিকে মোহাম্মদপুরের বাসায় গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে লাক্স তারকা সুমাইয়া। একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ডলি আনোয়ারও একই পথে হাঁটে। গত ক'বছরে তারকাদের আত্মহত্যার তালিকা শুধু লম্বাই হচ্ছে। যেখানে রয়েছে—মডেল ও অভিনেত্রী মিতা নূর, লাক্স তারকা রাহা, মডেল ও অভিনেতা মঈনুল হক অলি, সিনহা, নায়লা, লোপা, সাবিরা, পিয়াস-সহ আরও অনেকেই। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করেও বেঁচে আছে লাক্স তারকা জাকিয়া বারী মম, কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি, মডেল ও অভিনেত্রী প্রভা এবং সারিকা। এর বাইরে অপ্রকাশিত তালিকায় যে কত শত অভিনেতা-অভিনেত্রী লুকিয়ে আছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এই ঘটনাগুলো শোনানোর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম রাকিবকে—'আচ্ছা, এই তারকারা কেন আত্মহত্যা করল? কিসের অভাব ছিল ওদের? জনপ্রিয়তা?'

রাকিব বলল, 'নাহ। আমাদের থেকে হাজারগুণে বেশি জনপ্রিয় ছিল ওরা।'

'তা হলে কি টাকা-পয়সার অভাব ছিল?'

'নাহ, তাও তো না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের টাকা কম থাকবে নাকি?'

'তা হলে? কী ছিল না তাদের? কোন জিনিস না পাওয়ার বেদনা তাড়া করত ওদের? কেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকত ওরা? আর এতকিছু পাওয়ার পর কেনই বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে?'

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি রাকিব। নিশ্চুপ বসে ছিল।

রাকিবকে করা প্রশ্নটা আমি তোমাকেও করতে চাই। তোমাকেও জিজ্ঞেস করতে চাই—ওরা কেন আত্মহননের পথ বেছে নিল?

আমি জানি না, তুমি কী উত্তর দেবে। তবে উত্তরটা শোনার আগে একটা হাদীস বলতে ইচ্ছে করছে। বলে নিই সেটা। প্রিয় নবি ﷺ বলেছেন,

> "জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরটাই ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো অন্তর।"[১]

অন্তর হলো জীবনের মূল চালিকাশক্তি। অথচ সেইটাকেই তোমরা অস্বীকার করো বিজ্ঞানের নাম দিয়ে! আজকাল বিজ্ঞানশরীফ হয়ে গেছে ছেলের-হাতের-মোয়া। যে যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবেই ব্যবহার করছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে দিনদিন মানুষকে বস্তুবাদী আর যন্ত্রপূজারি করে তোলা হচ্ছে।

এসব বিজ্ঞান-অজ্ঞানের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে, চুপটি করে একবার ভাবো তো—অন্তর ভালো থাকলে জীবনটা কি সতেজতায় ভরে যায় না? আর মনটা খারাপ হলে জীবনটা কি থমকে যায় না ক্ষণিকের জন্যে? ঘনকালো মেঘ কি চেপে বসে না জীবনের নীলাজনীল আকাশে?

আমি জানি, বস্তুবাদ তোমায় এই সত্যিটা ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমাদের শেখানো হয়েছে—জীবন মানেই সেক্স-মিউজিক-মুভি-ড্রাগ-মানি। এনজয় করো, মাস্তি

[১] বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : ঈমান, হাদীস : ৫০।